ক্ষমতা ধরে রাখতে মামলা, এ সিণ্ডিকেট ভাঙতে হবে

পৌরসভা কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ঠিক আগ মূহুর্তে নিজেদের লোক দিয়ে মামলা করিয়ে নির্বাচন বন্ধের ঘটনা দেশে নতুন সংস্কৃতি না। ক্ষমতাকে ধরে রাখতে মেয়র ও চেয়ারম্যানরা নিজেরায় কখনো সীমানা জটিলতা, কখনো অন্য সমস্যা দেখিয়ে মামলা করে ক্ষমতায় বসে থাকেন।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতি পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে ভোটাররা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ক্ষমতায় বসাবেন এটাই হয়ে থাকে। কিন্তু দেশে এ ধরণের ভোট বন্ধ করার জন্য একটি সিণ্ডিকেট রয়েছে। প্রতি নির্বাচনের সময় খোঁজ পাওয়া যায় অনেকগুলো পৌরসভা কিংবা ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন হচ্ছে না।

আগামী এপ্রিলের মধ্যে দেশের মেয়াদ উত্তীর্ণ পৌরসভা গুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা । পৌরসভা আইন অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের ৯০ দিনের মধ্যে ভোট গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

তবে মামলা না থাকলেও ২০১৬ সালের ২ এপ্রিল মেয়াদ শেষ হয়েছে ঝিনাইদহ পৌরসভায়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত নির্বাচন হয়নি। সম্প্রতি ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য ইসিকে পত্র দিয়েছে। মেহেরপুরের সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০১১ সালে। সেখানেও সীমানা সংক্রান্ত জটিলতায় নির্বাচন হয়নি। একই জটিলতায় মেহেরপুর পৌরসভাতেও নির্বাচন বন্ধ ছিল। তবে ২০১৭ সালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আন্দোলনের ফলে মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, বতর্মানে দেশে পৌরসভার সংখ্যা ৩২৯। এর মধ্যে নির্বাচন-উপযোগী পৌরসভার সংখ্যা ২৯১। আগামী বছরের মার্চের মধ্যে নির্বাচন হবে ২৩৫ পৌরসভায় এবং এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচন হবে ৫৬ পৌরসভায়। কিন্তু সীমানা জটিলতা ও মামলার কারণে নির্বাচন আটকে আছে ৩৮ পৌরসভায়।

‘আদালতের স্টে অর্ডার থাকলে নির্বাচন করা সম্ভব না’ বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার। তাহলে ঐ ৩৮টি পৌরসভায় কবে নির্বাচন হবে কেউ বলতে পারবে না। যেদিন আদালত নির্বাচন করতে বাধা নেই বলে

আদেশ দেবে তারপরই সম্ভব নির্বাচনের আয়োজন করা।
নির্বাচন বন্ধে এ সকল সিণ্ডিকেটকে ভাঙতে হবে। ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে যারা বাঁধাগ্রস্থ করে তাদের চিহ্নিত করে কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের এ বিষয়ে ভ’মিকা রাখতে হবে।

সাংবাদিক, প্রশিক্ষণ ও বাস্তবতা!

দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকদের মধ্যে গ্রুপিং, মতবিরোধ আছে, থাকতেই পারে। সেই মতবিরোধ সাংবাদিকতার সকল ক্ষেত্রেই কাজে লাগানোটাও অপসাংবাদিকতার একটি রুপ।

মতের বিরুদ্ধে গেলেই যে সহকর্মীর বিরুদ্ধে যেতে হবে এটা হয়তো কাম্য নয়। তবে সাংবাদিকদের মধ্যে এটি অনেক বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাংবাদিকতার সংবাদকে কেন্দ্র করেও সহকর্মী সাংবাদিকের বিরুদ্ধে যেতেও আজকাল খুব বেশি কার্পণ্য দেখাচ্ছেন না।

এছাড়াও সাংবাদিকতার মধ্যে যখন অতিবেশি রাজনীতিকরণ ঢুকে পড়ে তখন আর সাংবাদিকতা থাকেনা সেটি দলবাজি হয়ে যায়। ক্ষমতাসীন রাজনীতিকরা সবসময়ই সাংবাদিকদের পক্ষে নিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ খোঁজেন। সেক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনীতিকরা সফল হচ্ছেন তাদের কাঙ্খিত প্রত্যাশা পূরণে। যখন যে সাংবাদিককে যেভাবে চাচ্ছেন, সেভাবে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি করে ফেলছেন। একজন সংবাদ কর্মী হিসেবে এটা আমাদের জন্য খুবই লজ্জার এবং অপমানজনক।

ঠিক তেমনি সেই ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় থেকে নিজেদের সুরক্ষা করতেও ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন আমার সহকর্মীরা। কেউ বা পদের সুরক্ষা নিয়ে আবার কেউ বা অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিয়ে। যাহোক এ সংস্কৃতি থেকে বের হতে না পারলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারার জন্য অন্য কাউকে লাগবে না।

মতবিরোধের সূত্র ধরেই তিন দিন ব্যাপী মেহেরপুরে সাংবাদিকদের

অনুসন্ধানী রিপোটিং প্রশিক্ষণে স্থান পাননি দেশের প্রথম সারি ও মূলধারার গণমাধ্যমগুলোর সাংবাদিকরা।

যুগান্তর, কালের কণ্ঠ, বাসস, ইত্তেফাক, বাংলাদেশ প্রতিদিন, প্রতিদিনের সংবাদ, মানবজমিন, ভোরের কাগজ, ডেইলি স্টার, আমাদের অর্থনীতি, বণিক বার্তা, বিজয় টিভি, বাংলা টিভি, মোহনা টিভি, সময়ের আলো, জবাবদিহিরমত গণমাধ্যমগুলোর সাংবাদিকদের নেওয়া হয়নি প্রশিক্ষণে। মেহেরপুরবাসী ও মেহেরপুরের সাংবাদিকদের লজ্জার ইতিহাস থেকে রক্ষার দায়িত্ব নেওয়া মেহেরপুরের একমাত্র দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনকেও প্রশিক্ষণের বিষয়ে কোন ধরণের আমন্ত্রণ বা অবগত করানো হয়নি।

তবে প্রশিক্ষণ আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রেস ইনষ্টিউট (পিআইবি) যথাযথ গুরত্ব না দিয়ে কথিত একটি তালিকা ধরেই প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। কথিত বলার পেছনে কারণ হলো প্রেসক্লাবের পিয়ন পদে চাকরি করা ব্যক্তিটি, সাংবাদিক থেকে ইস্তফা দেওয়া সাংবাদিক, পত্রিকা বা টেলিভিশন কিছুই নেই এমন জনকেও এই প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণের এই যায়গা টিকে কি প্রশ্নের বাইরে রাখা যেত না? “যাদের চোখে, সমাজ দেখে,” তাদের অন্তত এ ধরণের কাজগুলো করার আগে দুটি বার ভেবে দেখার জন্য বিনয়ী আহবান জানাচ্ছি।

কিশোর সন্তানদের নজরে রাখুন

আমাদের সমাজে মায়ের পরে একটি মানুষকে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান মনে করা হয়, তিনি হলেন ফুফু অর্থাৎ বাবার বোনকে। ফুফুর মত করে নিকট আত্মিয়দের মধ্যে আর কেউ বেশি ভালবাসে না। পরিবার, সমাজ ও মুরব্বীদের সাথে বিভিন্ন সময় আলাপকালে এ ধরণের কথা শুনতে পাওয়া যায়।

তবে আমার এ লেখা পড়ে অনেকেই দ্বিমত বা দ্বিখণ্ডিত মতামত তুলে ধরতে পারেন। সে ধরণের কোন তর্কে আমি যাব না। হয়তো চাচি, খালা, মামি, বোন অনেক সম্পর্ক নিয়ে অনেকেই কথা তুলতে পারেন। তবে আমি

তুলনা করছি মোটামোটি মানুষের সাথে বিভিন্ন সময় কথা বলার পর।

আমার এ লেখার মধ্যে ফুফু নামক শব্দটি টানার পেছনে একটি কারণ রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর একটি সংবাদ শিরোনাম থেকে আমি চোখ সরাতে পারিনি। শিরোনাম টি ছিল “ভাবিকে শিক্ষা দিতে ভাতিজিকে হত্যা”। শিশুটিকে হত্যা করেছে তার আপন ফুফু। শুনে অবাক হওয়ার মত। তবে অবাক করার থেকে ভাবনার বিষয়টি হলো যে, ফুফু এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে সে ফুফু হতে পারেনি। ৮ম শ্রেণী পড়ুয়া একটি মেয়ে ভাইয়ের মেয়ের কাছে এখনো ফুফু হতে পারেনি। সে প্রতিপক্ষ বা প্রতিযোগী হয়েছে। হয়তো পারিবারিক নানা কারণে।

সংবাদে প্রকাশ হত্যাকারী মেয়েটি এবং মেয়েটির মায়ের সাথে নিস্পাপ ওই শিশুর মায়ের পারিবারিক দ্বন্দ¦। অর্থাৎ আমাদের সমাজে যেটি হয়ে থাকে। শাশুড়ি-বউয়ের দ্বন্দ¦। সেই দ্বন্দে¦ মাঝে ঘি ঢালে ননদ নামের ওই মেয়েটি। সেই দ্বন্দে¦র জের ধরে অবুঝ ওই কিশোরী ফুসলিয়ে শিশুটির সাথে খেলার ছলে ভুগিয়ে শিশুটিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে সেটি প্রতিয়মান হয়। ভাবিকে শাস্তি দিতেই সে এমনটি করেছে বলে স্বীকারও করেছে।

আমার এ লেখাটির পেছনে একটি কারণ। ৮ম শ্রেণীর একটি কিশোরী বা টিএনএজার। এরা সাধারণত অস্থির। কোন কিছুই মেনে নিতে পারেনা। অস্থিরতার বশবর্তি হয়ে বড় ধরণের অপরাধও করতে দ্বিধাবোধ করেনা। অপরাধবোধ বিষয়টি হয়তো তার জ্ঞানের পরিধিকে কাভার করে না। টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলোতে মাঝে মাঝে এমন খবর পাওয়া যায়। কিশোররা অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠছে, তাদের মধ্যে অস্থিরতা কাজ করছে।

এসময়ে আমাদের উচিত আমাদের ভাই, বোন, সন্তান এমনকি প্রতিবেশী কিশোর-কিশোরীদের নজরে রাখার। তাদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করে তাদের অস্থিরতা কাটানোর সময় এসেছে। একটু সচেতন হলেই ওই সকল কিশোর-কিশোরীরাও জীবনের মূল্যবোধ খুঁজে পেতে পারে। আমরা সকলেই কি তাদের নজরে নিয়ে আসার একটু চেষ্টা করতে পারিনা। হয়তো আমাদের ছোট এই সচেতনতায় একটি সুন্দর সমাজ গড়ে উঠতে পারে ?

বন্ধুত্ত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সীমান্ত হত্যা বন্ধ জরুরি!

বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের সম্মেলনের মধ্যে সীমান্ত হত্যা থেমে নেই। গতকাল সোমবার ঢাকার বিজিবির প্রধান কার্যালয় পিলখানায় চারদিনের এ সম্মেলন শেষ হয়েছে। এর মধ্যে গত রবিবার চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার ঠাকুরপুর সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে ওমিদুল ইসলাম (১৯) নামের এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। এর আগে বুধবার দিনাজপুরের বিরল সীমান্তে জাহাঙ্গীর আলমের লাশ পাওয়া যায়। এছাড়া এই মাসে বিভিন্ন সীমান্তে বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে আরও তিন বাংলাদেশি নিহত হন।

প্রতিমাসেই এভাবে নির্মমভাবে বিএসএফ এর গুলিতে বা নির্যাতনে প্রাণ হারাতে হচ্ছে বাংলাদেশিদের। যদিও বিএসএফ এর দাবি সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান, মাদকদ্রব্য প্রতিরোধে তারা এ গুলি চালায়।তারপরও শ্যূট-অন-সাইট নীতি বাতিল করে তারা অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারকারী বা পাচারকারীদের ধরতে অহিংস উপায় ব্যবহার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে অনেক আগেই। তারপরও এখনোও বাস্তবে সে প্রতিশ্রুতির কার্যকর হয়নি।

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসেবে, ২০২০ সালের সাড়ে ৮মাসে সীমান্তে হত্যা হয়েছে ৩৯ বাংলাদেশীর। এর মধ্যে বিএসএফ এর গুলিতে মারা গেছে ৩২ জন। বাকিরা বিএসএফ সদস্যদের শারীরিক নির্যাতনের কারণে মারা গেছে।

২০১৯ সালে সীমান্তে ৪৩ জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গুলিতে ৩৭ জন এবং নির্যাতনে ছয় জন। আহত হয়েছেন ৪৮ জন। অপহৃত হয়েছেন ৩৪ জন। ২০১৮ সালে নিহত হয়েছেন ১৪ জন। আর ২০১৭ সালে ২৪ জন।

আসকের তথ্য মতে, ২০০৯ সাল থেকে গতকাল পর্যন্ত সীমান্তে ৫২২ জন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৩২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে। আর ১৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বিএসএফ সদস্যদের শারীরিক নির্যাতনের পর। আসকের এই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০১৫ সালের পর থেকে মাঝের তিন বছর সীমান্ত হত্যা কমতে থাকলেও ২০১৯ সালে হঠাৎ তা বেড়ে যায়। এই ধারা এ বছরও অব্যাহত আছে।

[illegible], “Routinely shooting poor, unarmed villagers is not how the world’s largest democracy should behave.”

[illegible]

[illegible]?

‘[illegible]’[illegible] ‘[illegible]’ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এর মধ্যে আছে এনজিও ও ব্যাংক ঋণের বোঝা। ব্যাংক গুলো করোনাকালে সরকারি নির্দেশ মেনে কিস্তি আদায় বন্ধ রাখলেও এনজিও গুলো চুপিসারে তাদের নিয়োজিত কর্মীবাহিনীদের দিয়ে প্রতিনিয়ত চাপ দিয়ে ঋণের কিস্তি আদায় করেছে। এ ধরণের সংবাদও মাঝে মাঝে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ পেতে দেখা গেছে।

এ অবস্থায় নিম্মবিত্ত-মধ্যবিত্তরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় পড়েছেন। সন্তানদের লেখাপড়া করানো, নিজেদের সাংসারিক চাহিদা মেটানো দুস্কর হয়ে পড়বে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যর লাগাম টেনে না ধরলে পরিস্থিতি আরো ভয়ানকের দিকে যাচ্ছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন, বাজার মনিটরিংয়ে দায়িত্ব প্রাপ্তদের এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে। বাজার মনিটরিং জোর দার করতে পারলে অন্তত অল্প আয়ের এসব মানুষগুলো তাদের সাংসারিক চাহিদা মিটিয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা দূর করতে পারবে।

প্রতিমন্ত্রী বনাম স্থানীয় নেতৃবৃন্দ: উন্নয়নের মূল অন্তরায়

মেহেরপুর আওয়ামী লীগের রাজনীতি হঠাৎ করে নতুন সমীকরণ দেখা গেল। আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ত্যাগী নেতারা এক মঞ্চে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপির বিরুদ্ধে বিষদগার হয়ে উঠলেন।

স্থানীয় সরকারের উন্নয়নে বিশেষ করে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার উন্নয়ন কাজের বাধাগ্রস্থ করার অভিযোগ তুলেছেন। স্থানীয়র সরকারের তিনটি বিভাগেই আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও তারা প্রতিমন্ত্রীর দ্বারা বাধাগ্রস্থ হচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন।

গত বুধবার বিকালে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে বিশেষ বর্ধিত সভায় নেতারা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে এক হাত নেন। বক্তারা যার যার স্থান থেকে প্রতিমন্ত্রীর বিষদগার করেন। একই সঙ্গে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকেরও সমালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনের আহবান জানান।

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে মুজিবনগর অধ্যূষিত মেহেরপুরে এই প্রথম একজন প্রতিমন্ত্রী উপহার দেন প্রধানমন্ত্রী। যা মেহেরপুর বাসীর জন্য গর্বের বিষয় ছিল। আওয়ামীলীগের গর্বের ছিল। কিন্তু একটি বছরের ব্যবধানে আওয়ামীলীগের ত্যাগী নেতাদের কোনঠাসা করে তোলায় তাদের অন্তর্জালা সেদিন প্রকাশ্য রুপ নেয়। শতশত নেতাকর্মীদের উপস্থিতি প্রকাশ্য ত্যাগী নেতারা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে তার ভুল শোধরানোর আহবান জানান। না হলে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারি দেন।

নেতাকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কৌশলে প্রতিমন্ত্রী রাজত্ব করতেই পারতেন। কিন্তু তিনি নেতাকর্মীদের প্রতি ভরসা না রেখে আমলাদের উপর ভরসা করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজ দলীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ডিসি এসপিকে নিয়ে মঞ্চে উপবিষ্ট থাকেন। যেগুলো বিভিন্ন সময় রাজনীতির টেবিলে সমালোচার জন্ম দেয়।

সকল সমালোচনা, বৈরিতা দুর করে তিনি জেলা আওয়ামীলীগের ত্যাগী নেতাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন আমরা এমনটা প্রত্যাশা করি। সকল কিছু ভলে জেলার উন্নয়নে , এলাকার উন্নয়নে তিনি ভূমিকা রাখবেন, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কোন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে জেলাকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাবেন এমনটা প্রত্যাশা করি।

মেপ্র/সম্পাদকীয়

আরো পড়ুন: প্রতিমন্ত্রীকে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারি, ডিসিকে নিরপেক্ষ থাকার আহবান

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

প্রশাসনকে। পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহিৃত করে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করতে হবে।

মেপ্র/ইএম

মাদক নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনকে আরো বেশি তৎপর হতে হবে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয় ইউনিয়নের সীমান্ত এলাকাগুলো দিয়ে মাদক প্রবেশ করছে। সেই মাদক ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। কখনো কখনো ছোট ব্যবসায়ীরা ধরা পড়ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে। কিন্তু মূল মদদদাতারা থাকছেন ধরা ছোয়ার বাইরে।

গতকাল মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রধান সংবাদ ছিল মাদক নিয়ে। একটি এলাকার মাদকের চিত্র নিয়ে সংবাদটি নজরে পড়ে। এর সাথে জড়িত রয়েছে স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের এক নেতাও। ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি মাদক পাচারের সাথে জড়িয়ে পড়ছেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর রয়েছে।

ইতিমধ্যে কয়েক মাস ধরে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুলপরিমান মাদক দ্রব্য উদ্ধারসহ বেশ কয়েকজন পাচারকারী ও ব্যবসায়ীকে আটক করেছেন। কিন্তু যাদের ছত্রছায়ায় এই মাদকের ব্যবসা চলছে তারা ধরাছোয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। ফলে সমাজে আইনশৃঙ্খলা অবনতি হওয়ার মারাত্মক অশনিসংকেত দেখা যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনার বাস্তবায়ন করতে হলে আইনের সমান প্রয়োগ ঘটাতে হবে। রাজনৈতিক পরিচয় না দেখে সমাজের কল্যাণে মাদক নির্মূলে প্রশাসনকে তৎপর হতে হবে। তালিকাভূক্ত মাদক ব্যবসায়ীদের গেপ্তারে অভিযান জোরদার করতে হবে। মাদক ব্যবসায় যারা মদদ দিচ্ছেন তাদের খুটি উপড়াতে হবে। তবেই মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। মদদদাতাদের বাইরে রেখে চুনোপুটিদের ধরে মাদক নিয়ন্ত্রণ কখনোই সম্ভভ না।

[redacted]

[redacted]

হাতে কলমে শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই গমের ব্লাস্ট প্রতিরোধে কৃষি বিভাগের পাশাপাশি কৃষকরাও ভুমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

- সম্পাদকীয়